সেই কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে এবার গ্রেফতারি পরোয়ানা

সেই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: তরিকুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) দুপুরের দিকে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন তিনি। আদালতে হাজির না হওয়ায় এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত।

এর আগে প্রতারক কামরুজ্জামানের নানা অপকর্ম নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে একাধিক সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

এর আগে অবৈধভাবে নেওয়া জমি ফেরৎ দেন দুই প্রতিবেশীকে। সম্প্রতি গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান

প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফিরে পেলেন আরেক ভুক্তভোগী

প্রতারক সেই মীর কামরুজ্জামানের কাছ থেকে ২য় দফায় সরকারি ১০ শতক জমির খারিজ বাতিল করেছেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)। এর মধ্যে সরকারের দখলে ৬ শতক এবং ভ’ক্তভোগী বানুয়ারাকে ৪ শতক জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার বাদি বানুয়ারা খাতুনের অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

গাংনীতে সরকারি ১০ শতকের মধ্যে পোনে ৯ শতক জমিসহ ৩ অসহায়ের জমি নিজ নামে জাল খারিজ করে নেন তেরাইলের মীর কামরুজ্জামান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, মীর কামরুজ্জামানের পিতা মীর লুৎফর রহমানকে পোনে ৯ শতক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

পরে ২০০৫ সালে মীর লুৎফর রহমানের বন্দোবস্ত বাতিল করেন জেলা প্রশাসক স্যার। কিন্তু মীর কামরুজ্জামান ওই বন্দোবস্ত গোপন করে জমি খারিজ করে নেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানী করা হয়। শুনানি মীর কামরুজ্জামানের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে টেম্পারিংয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এবং সরকারি খাস জমির খারিজ বাতিল করা হয়। এর মধ্যে বন্দোবস্তর ৪ শতক জমি বানুয়ারাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার

(ভূমি) নাজমুল আলম উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শূনানী শেষে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী ২ জনের তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের দাগ ৪৪৪৮ এবং ৪৪৪৯ জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলা করেন।

মামলায় পিবিআই কুষ্টিয়াকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে তিন জনকে তাদের জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।